হোমিওপ্যাথিক

দর্শন গবেষণা

ডাঃ নীলমণি ঘটক

মডার্ন পাবলিকেশন্স। ঢাকা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
নূতন নূতন পীড়া এবং জটিলতার প্রকৃত কারণ	...	১৩
প্রকৃতির নীতি লঙ্ঘনই যাবতীয় পীড়ার কারণ	...	
যাবতীয় পীড়াই প্রকৃতির নীতি বশে আরোগ্য হইয়া থাকে অন্যথায় ঘোরতর অনিষ্টের সৃষ্টি হয়	...	
উন্মাদ পীড়ার চিকিৎসা	...	২১
মনোস্তরের উপর ক্রিয়া করিতে একমাত্র সূক্ষ্ম শক্তিই প্রয়োজন	...	
চাপা দেওয়া চিকিৎসার সহিত উন্মাদ পীড়ার সম্বন্ধ	...	
কি ভাবে উন্মাদ রোগীর লিপি প্রস্তুত করিতে হয়	...	
উন্মাদ পীড়া মাত্রেই টিউবারকুলার দোষজ অভিব্যক্তি	...	
টিউবারকুলার দোষ শরীরস্থ বিভিন্ন যন্ত্র হিসাবে নূতন নূতন মূর্ত্তিতে বিকাশ পায়।	...	
সোরাদুষ্ট দেহে বাহ্য পীড়া লক্ষন চাপা দেওয়ার ফল	...	
সাইকোসিস দুষ্টদেহে বাহ্য পীড়া লক্ষণ চাপা দেওয়ার ফল	...	
সিফিলিস দুষ্ট দেহে বাহ্য পীড়া লক্ষণ চাপা দেওয়ার ফল	...	
চাপা দেওয়া চিকিৎসা ও তাহার ফল	...	২৭
কাহার চিকিৎসা করিতে হয়?	...	
রোগের ক্রিয়াস্তর, গতি ও তাহার সহিত জীবনীশক্তির সম্বন্ধ	...	
মনের সহিত বাহ্য যন্ত্রাদির সম্বন্ধ	...	
স্ত্রী ও পুরুষভেদে একই প্রকার লক্ষণ চাপা দেওয়ায় বিভিন্ন ফল	...	
চিকিৎসক কি প্রথায় রোগীকে সুস্থ রাখিবেন	...	
ইঞ্জেক্সন্ কি হোমিওপ্যাথিতে অনুমোদিত?	...	৩৭
হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র	...	
ভেষজ পরীক্ষা	...	
ইঞ্জেকসন্ হোমিওপ্যাথি রাজ্যের বহির্ভূত	...	
হোমিওপ্যাথির ব্যভিচার	...	৪২
হোমিওপ্যাথি সত্য, প্রকৃত সত্য সুতরাং অপরির্ত্তনীয়	...	

প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের নির্দশন ...
হোমিওপ্যাথির শিক্ষা ও প্রচার ... ৫৪
চিকিৎসায় সততা ... ৬০
প্রকৃত ঔষধ সাদৃশ্য কাহাকে বলে ...
হোমিওপ্যাথিতে প্যাথলজির স্থান ... ৬৮
জীবনীশক্তি ... ৭৩
জীবনীশক্তি ও তাঁহার ক্রিয়াগতি ... ৮০

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোগ ও রোগ লক্ষণ ...
বিশেষ লক্ষণ কাহাকে কহে? ...
রোগ কাহাকে কহে? সর্ব্ব প্রথম ইহা কোথায় আবির্ভূত হয়? ... ৯৩
রোগ ও রোগফল ... ৯৩
চৈতন্যময় জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য ...
রোগ ও রোগফল ...
রোগী চিকিৎসা ... ১০০
সত্য পদার্থের নিদর্শন ...
প্রকৃত আরোগ্য নীতির নির্দশন ...
প্রকৃতিকে সাহায্য করাই চিকিৎসা ... ১০৫
চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্থান ...
আরোগ্যের অন্তরায় বা রোগটি আরোগ্যের বাহিরে, - কিসে বুঝা যায়? ...
এলোপ্যাথি চিকিৎসা কি প্রকৃতিকে সাহায্য করে? ...
পীড়া স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ... ১১৩
কৃত্রিম পীড়ার একটি রোগী তত্ত্ব ...
রোগের গতি বাহির হইতে ভিতরে ...
আরোগ্যের গতি ভিতর হইতে বাহিরে ...
পীড়ার কারণ, উত্তেজক ও সুপ্ত ... ১১৯
পীড়ার কারণ-মুখ্য ও গৌণ, সুপ্ত ও উত্তেজক ... ১২২
রোগের সূচনা ও প্রবাহ, - সর্ব্বশেষ উহার ফল ... ১২৬
রোগ কিভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করে? ...
বিভূতি ও প্রবণতা ... ১৩২
বাহ্যদেহের উপর মনের প্রভাব ...
রোগ প্রবণতা ... ১৩৭

প্রবণতা ও বিকাশ প্রাপ্ত পীড়ার মধ্যে সম্বন্ধ ...
প্রকৃতির ইঙ্গিত তবে সর্ব্বপ্রথমে কিভাবে থাকে ১৪০
প্রবণতাবস্থাই আরোগ্যের উপযুক্ত সময় ...
কর্কট, ক্ষয়, উন্মাদ, কুষ্ঠ ইত্যাদি পীড়া দুরারোগ্য কেন? ...
সোরা, সাইকোসিস ও টিউবারকুলার দোষযুক্ত প্রবণতার নিদর্শন ...

তৃতীয় অধ্যায়

আরোগ্যের মূল উৎস কোথায়? ... ১৪৩
আরোগ্য কার্য্যে "দৈব" কি ভাবে সাহায্য করে? ...
কর্ম্মমাত্রেরই সিদ্ধি সম্বন্ধে ৫টি কারণ কি কি ...
লক্ষণ সমষ্টি বর্ত্তমান থাকা বা না থাকার গুরুত্ব নির্দ্ধারণ ...
"আরোগ্য কাহাকে বলে? ... ১৫২
আরোগ্যের নিদর্শন ...
রোগের গতি ও আরোগ্যের গতি ... ১৫৫
দুইটি শূল পীড়ার রোগীতত্ত্ব ...
রোগের গতি ও চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ...
তরুণ ও পুরাতন পীড়াভেদে একই ঔষধ বিভিন্ন গতিতে ক্রিয়া করে ...
পীড়া আরোগ্য কল্পে কতদিন সময় আবশ্যক হয় ... ১৫৯
রোগের তরুণতা ও পুরাতনত্ব হিসাবে ঔষধের শক্তির তারতম্য হইয়া থাকে ...
প্রকৃত আরোগ্যের প্রকৃতি ও গতি ... ১৬৫
আরোগ্য ও আরোগ্যের অনুকল্প ... ১৬৭
প্রকৃত আরোগ্য কার্য্য কিভাবে সম্পাদিত হয়? ...
অস্ত্রোপচার কোথায় আরোগ্য পথে বিঘ্ন ঘটায় ও রোগটিকে জটিলতর করে ...
অসাধ্য পীড়া ... ১৭৪
পীড়ার সাধ্যতা বা অসাধ্যতা কিসের উপর নির্ভর করে? ...
লক্ষণসমষ্টি বর্ত্তমান থাকাই সাধ্যাবস্থার নিদর্শন ...
চিকিৎসাজনিত দোষও অতি ভয়ানক দোষ ...
দোষ অর্থে কি বুঝায়? ...
অসাধ্য অবস্থায় কি প্রথায় ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়? ...
স্তন্যপায়ী শিশুর আরোগ্য কল্পে জননীকে ঔষধ প্রয়োগ ... ১৮০
হোমিওপ্যাথির ৩টি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব কি কি? ...

বিধিনিষেধ ও পথ্যাপথ্য ... ১৮৪
রোগীর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া অনেক ক্ষেত্রে পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। ...
নির্ব্বাচিত ঔষধের সহিত পথ্যাপথ্যের সম্বন্ধ ...
রোগ আরোগ্য কল্পে পথ্য কিভাবে সাহায্য করে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাঃ ন্যাস ও ঘটকের ২টি রোগীতত্ত্ব ...
রোগীর বায়ু-পরিবর্ত্তন- ... ১৮৯

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ... ১৯৩
ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা কি উপায়ে স্থির করিতে হয়? ...
ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার সাহায্যে ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার একটি উদাহরণ ...
লক্ষণ সমষ্টি ও নির্ব্বাচন প্রণালী ... ২০০
তরুণ ও পুরাতন পীড়াভেদে নির্ব্বাচন পার্থক্য ...
আরোগ্য কার্য্যে রোগের না রোগীর লক্ষণ সমষ্টি সাহায্য করে? ...
"লক্ষণ" অর্থে লোকে কি বুঝে? ...
প্রকৃত লক্ষণ কাহাকে কহে? ও তাহার নির্দশন ...
পুরাতন পীড়ায় লক্ষণসমষ্টি গ্রহণ প্রণালী ...
মানব সাধারণতঃ কয়টি স্তরে অবস্থান করে? ...
ত্রিদোষের মধ্যে কোন্ কোন্ দোষ শরীরে অবস্থান করিতেছে, তাহা বুঝিবার নিদর্শন ...
লক্ষণের শ্রেণী বিভাগ বা মূল্য নির্ধারণ ...
কি উপায়ে অভ্রান্ত নির্ব্বাচন সম্ভব ও তাহার একটি উদাহরণ ...
পুরাতন পীড়া আরোগ্য কল্পে সাধারণত: কতদিন সময় আবশ্যক হয় ...
ঔষধ নির্ব্বাচন ... ২১৮
চিকিৎসাকার্য্যে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্থান ...
ঔষধের শক্তি নির্ব্বাচন ... ২২২
শক্তি নির্ব্বাচন কল্পে কি কি বিষয়ের প্রতি চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য? ...
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা-(১) ... ২৩২
মাত্রা সম্বন্ধে ডাঃ কেন্ট, এলেন, ন্যাস, ডানহাম প্রভৃতি ...

মহাপ্রাণ চিকিৎসকবৃন্দের মত
ঔষধের মাত্রা বিচার-(২) ... ২৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

অকাল মৃত্যুর কারণ ও তাহার প্রতিকার ... ২৪৫
অকাল মৃত্যুর ক্রমগতি বন্ধ করিবার উপায় ... ২৫৯
ব্যাধি দুঃখ নিবারণের উপায় ...
পীড়া কেন হয়? ...
প্রিন্স অভ ওয়েলস্ অর্থাৎ যুবরাজেরও হোমিওপ্যাথি ...
চিকিৎসাই হইয়া থাকে।
মনোস্তরের মলিনতা সংশোধন, বাহ্যভ্যন্তর ব্যায়াম ... ২৬৫
মনই দেহকে গঠন করে ...
ব্যায়াম শরীর পুষ্ট করে কিন্তু সুন্দর করিতে পারে না ...
মনকে বশে আনিবার উপায় ...
জন্মজন্মান্তরের কৃত পুণ্যের ফল রাশি ...
পীড়া বিকাশের ৩টি বিভিন্ন স্তর ...
বিভিন্ন স্তর হিসাবে বিভিন্ন শক্তিতে ঔষধ প্রয়োগ ...
তিনটি বিভিন্ন স্তর হিসাবে তিনটি রোগীতত্ত্ব ...
স্বভাব কাহাকে কহে? ...
মানসিক ব্যায়ামের উপকারিতা ...
মনের উপর আহার ও সঙ্গের প্রভাব ...
আহার কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ...
জন্মান্তরীণ ব্যাধি প্রবাহ ও তৎপথে প্রতিকার ... ২৭৪

হোমিওপ্যাথিক

দর্শন গবেষণা

প্রথম অধ্যায়

নূতন নূতন পীড়া এবং জটিলতার প্রকৃত কারণ।

মানব যতদিন স্বভাবের উপর থাকিয়া জীবনযাপন করিত, ততদিন তাহাদের ব্যাধি, পীড়াদি বড় ছিল না। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ভোজনাদির কারণে মধ্যে মধ্যে পীড়াদি যে আদৌ দেখা দিত না,- একথা অবশ্য বলা যায়না, কিন্তু তাহাকে "পীড়া" বলা যায় না; উহা সামান্য অসুখ, অর্থাৎ ইংরাজীতে মহাগুরু হ্যানিমান যাহাকে indisposition বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই বলা যায়। পীড়া না বলিবার কারণ এই যে, বাহির হইতে ঔষধের সাহায্য বড় একটা প্রয়োজন হইত না, নিজ নিজ দেহের মধ্যে স্বাভাবিক আরোগ্যকারিণী শক্তি (vis medicatrix naturae) ঐ অসুখগুলি সারাইবার পক্ষে যথেষ্টই হইত, কেবল দুই একদিন উপবাস, ২/১ স্নানবন্ধ ইত্যাদি সংযম অবলম্বন করিলেই আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিত। আমাদের বাল্যজীবনেও আমরা দেখিয়াছি যে, দেশে এত নামের, এত প্রকারের ও এত জটিলতাপূর্ণ পীড়া ছিল না। তখনও যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইত না, তাহা নয়, তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবাসাদি, সংযম অবলম্বন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিক্তকটুকষায়াদি রসযুক্ত লতাপাতা,- বড় জোর, কবিরাজের ২/১টি বটীকা প্রয়োগ করিলেই লোকে নিরাময় হইত এবং সে বৎসর আর আক্রমণ হইত না। কথার ডাকে লোকে এবং কবিরাজেরা বলিতেন-"পিপুল, হিঙ্গুল, বিষ, দশ দিনের জ্বরে দিস" অর্থাৎ দশ দিন ধরিয়া জ্বরবেগ চলিতে থাকিলে, পিপুল, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ অর্থাৎ একোনাইট, এই কয়টির বটী দিলেই আরোগ্য হইবে। বাস্তবিকই ব্যাধি পীড়া বড় কম ছিল, ত্‌বে বিগত ৫০ বৎসর হইতে পীড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গত ১৫/২০ বৎসর হইতে এত প্রকারের পীড়া সৃষ্টি এবং জটিলতার এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, এই স্রোতটি বন্ধ না হইলে, বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গলাদেশ এক বিশাল হাসপাতালে পরিণত হইবে।

সমাজে এত নূতন নূতন নামের এবং ভয়াবহ লক্ষণাদি সমন্বিত ব্যাধিনিচয়ের আবির্ভাব হইতেছে এবং হইয়াছে কেন? লোকে অতি সহজভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন- "আমাদের কর্ম্মফল"-এবং নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফল বা অদৃষ্টদোষ ইতাদি মনে করিয়াই তাঁহারা অকাতরে ব্যাধিজনিত কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকেন। অবশ্যই আমাদের কর্ম্মের জন্যই যাবতীয় দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, ফলতঃ, কেবল কর্ম্মফল বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া ব্যাধি দুঃখাদি বরণ করিয়া লওয়া নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য। কোন্ কর্ম্মের জন্য এই ফল, সেই কর্ম্ম ত্যাগ করা যায় কিনা, অর্থাৎ ব্যাধি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করা এবং কার্য্যের পরিণত করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

যাবতীয় ব্যাধি দুঃখের পশ্চাতে প্রকৃতির নীতি লঙ্ঘন বর্ত্তমান থাকে। যেখানে নীতি লঙ্ঘন নাই, সেখানে কোনও প্রকার দুঃখ আসিতে পারে না। আমরা নীতিলঙ্ঘনে ধীরে ধীরে এরূপভাবে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমরা আদৌ বুঝিতেই পারি না যে, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতেছি। অমুক সময়ে আহার করিতে হইবে, এতখানি সময় নিদ্রা আবশ্যক ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি হইতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি সকল নিত্য অজ্ঞাতভাবে কি প্রকার অবাধে লঙ্ঘন করিতেছি ও করিয়া থাকি, তাহা আমরা চিন্তায় আনি না। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভেই যে সকল নীতি আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটিও প্রতিপালন করিতেছি, -একথা আমরা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। নিত্য নৈমিত্তিক ব্যতীত, বিলাস ব্যসনে, আমোদ প্রমোদে, ক্রীড়া কৌতুকস্থলে, আমরা নানাভাবে কত নিয়মভঙ্গ করিতেছি, সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যা পথে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এম,এ,বি,এ, এবং আইন পরীক্ষায় **উত্তীর্ণ** হইয়া আইন ব্যবসায়ী হইলাম এবং নিজ নিজ জীবনকে **ধন্য মানিলাম** কিন্তু ঐ ব্যবসায়ে যে কিভাবে সত্যভ্রষ্ট হইয়া জীবনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চলিতে হয়, তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াও করি না। কেহ যেন মনে না করেন যে, 'শারীরিক নীতি লঙ্ঘনের ফলেই পীড়া হয়, অন্য নীতি ভঙ্গ করিলে পীড়া হয় না' এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। সামান্য মিথ্যাভাষণে, সামান্য মন্দ অভিপ্রায় পোষণ মাত্রে, ক্রোধাদি রিপুর সামান্য উত্তেজনা মাত্রে, শরীরস্থ রসরক্তমাংসমেদঃ অস্থিমজ্জা, শুক্র এবং ওজঃ ধাতুর বিকৃতি ঘটে এবং মনুষ্যকে নানা পীড়ার

অধীন করিয়া থাকে। মনটি বাদ দিয়া কোন কার্য্য বা চিন্তা হয় না এবং এই মনস্তরেই পীড়ার সর্ব্বপ্রথম ঝঙ্কার উত্থিত হয়। মন হইতে ঠিক প্রবাহের বশে, ঐ ঝঙ্কারটি অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাটি বাহ্য শরীরে নীত হয়। তখনই কেবল উহা রূপ প্রাপ্ত হয় ও লোকলোচনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এজন্যই মহর্ষি চরক তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে, জনপদধ্বংস অধ্যায়ে ব্যাপক পীড়ার একমাত্র কারণ- জল, দেশ, কাল ও বায়ুর যুগপৎ দূষিত হওয়া, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যের পাপ বা নীতিভঙ্গ জন্য ঐগুলি দূষিত হয় এবং তাহারই ফলে ব্যাপকপীড়ার আবির্ভাব ঘটে। অতএব আসলে মনোযোগ না দিয়া, যতই মশা মারা হউক, যতই কেরোসিন তৈল পুরাতন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হউক, হাজার হাজার মশা মারিবার Brigade প্রস্তুত হউক, উহাদের দ্বারা পীড়া নিবারণের একটী আড়ম্বর দেখান ব্যতীত প্রকৃত কাজ কিছুই হইবে না। প্রত্যেক বিষয়ে, ধর্ম্মে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় ফিরিতে হইবে,- ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক, যাবতীয় বিভাগের প্রত্যেক নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে নতুবা দুঃখ যাইবে না। যে কোনও দুঃখের নিদান ত্যাগ অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে না হইলে, তখনই কেবল বাহ্য প্রতিকার অবলম্বন ফলদায়ক হইবে,- নতুবা নিয়ম ভঙ্গ বা অধর্ম্ম বন্ধ না করিয়া যতই বাহ্য প্রতিকার অবলম্বিত হউক না কেন, কোনও ফল ত হইবেই না, উপরন্তু নূতন নূতন দুঃখের আবির্ভাব হইবে। স্বতঃসিদ্ধ বিষয় প্রমাণ আবশ্যক করে না। যদি রাত্রি জাগরণ করার ফলে কোনও পীড়া দেখা দেয়, তবে সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়ার নিদান, রাত্রিজাগরণ, তাহা বন্ধ করিতে হইবে এবং যদি তাহাতে পীড়াটি নিবারিত না হয়, তবেই চিকিৎসা অবলম্বনীয় ও সার্থক হয়, নতুবা রাত্রিজাগরণটি চলিতে থাকিলে শত চিকিৎসাতেও ফল হইবে না, বরং ক্রমে পীড়াটি আরও জটিল, অর্থাৎ সামান্য সর্দ্দিকাশি হইতে প্লুরিসি, তাহা হইতে রাজযক্ষ্মা পর্য্যন্ত আসিয়া রোগীর জীবন দীপটি নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা থাকে।

যদি আমাদের প্রাণ-প্রিয় দেশবাসীগণ কেবল উপরোক্ত আলোচনাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ ও তাহার পর মনে মনে অতি সামান্য চিন্তা ও গবেষণা করেন, তবেই বেশ বুঝিতে পারিবেন, কেন নূতন নূতন পীড়া ও নানা জটিলতার আবির্ভাব হইতেছে। যদি আরও কিছু বিস্তারের প্রয়োজন থাকে, তবে নিম্নে যাহা যাহা লিখিতেছি, তাহা বেশ অবহিত হইয়া পাঠ

করতেও তদনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি। ভ্রাতৃগণ, যদি আমি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া আমার এই উক্তিগুলি নিজের স্বার্থপ্রণোদিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি হৃদয়ে নিরতিশয় বেদনা পাইব। আপনারা নানাভাবে দুঃখ কষ্টের অধীন হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া আমি নিজের প্রাণে যে ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকি এবং আপনাদিগকে ঠিক পথে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে আমার মধ্যে যে ব্যাকুলতা প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান থাকে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি আপনারা বুঝিতে পারেন, তবেই আমি কৃতার্থ হইব।

মানব মাত্রেরই অল্পবিস্তর নিয়মভঙ্গ ও পাপের অধীন, একথা অতি মাত্র সত্য। প্রত্যেক মানবই নিজের অর্জ্জিত অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত দোষাদির জন্য পীড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু একেবারে **নীরোগ থাকিবার জন্য** যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ঠিক তেমনই, নিজের পদস্খলন জন্য অর্জ্জিত দোষে অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত দোষে, পীড়িত হইলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই **আরোগ্য অন্বেষণ** করিতে হয়। পীড়িত হইবার পর আরোগ্য হইতে হইলে, একমাত্র প্রকৃতির পথ ব্যতীত হয় না। সকল অবস্থাতেই **প্রকৃতিই একমাত্র** আশ্রয়,- একথা সকল অবস্থাতেই প্রত্যেককে স্মরণ রাখিতে হইবে।

মনুষ্যকে নীরোগ থাকিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবে, একথা যেমন সত্য, **পীড়া হইলে প্রকৃতির নিয়মেই ঐ পীড়াকে আরোগ্য করিতে** হইবে, একথাও তেমনই সত্য। যদি আমরা এই দুইটি তত্ত্বানুসারে জীবন পথে চলিতে থাকি, তবে ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। নীরোগ থাকিতে হইলে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করা চলিবে না, একথা অনেকেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পীড়া হইবার পর **ঐ প্রকৃতির নিয়মেই আরোগ্য** হইতে হইবে, একথাটি অনেকেই হয় ত বুঝিবেন না, এজন্য ইহার চিন্তার আবশ্যক। প্রকৃতির নিয়মে আরোগ্য কিরূপে হয়- প্রকৃতির আরোগ্য তত্ত্বটি কি, জানিতে হইবে। অর্ব্বাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও উপদেশ, যাহা আজি বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সামগানের সহিত উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত ও ঘোষিত হইয়াছে- "সম:সমং শময়তি"- এই আরোগ্য সূত্রটি আপনার বা আমার মত অপবিত্র বা অজ্ঞানী ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, ইহা অতিমাত্র পবিত্রপ্রাণ ত্রিকালজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের দ্বারা প্রকৃতির দ্বার

উদঘাটন করিবার পর আবিষ্কৃত হইয়াছে, অতএব একেবারে নির্ম্মল ও ভ্রম প্রমাদাদি দোষলেশশুণ্য। এই "সম: সমং শময়তি" মন্ত্রই প্রকৃতির আরোগ্য-নীতি। এই নীতিকেই ঋষিপ্রতিম হ্যানিম্যান্ তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি সাহায্যে পরিমার্জ্জনা, রূপদান এবং যথেষ্ট পরীক্ষাদির দ্বারা প্রমাণ করিয়া অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং তাঁহার এই মতানুযায়ী চিকিৎসা শাস্ত্রই সদাসত্য হোমিওপ্যাথি ব্যতীত আর কিছু নয়। ফলতঃ প্রাচীনই হউক, অথবা অর্ব্বাচীনই হউক সত্য চিরদিনই সত্য, সত্য চিরদিনই পূরাণ ও মান্য।

এক্ষনে আপনারা চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখুন যে, আপনারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই আরোগ্য নীতির সাহায্যে আরোগ্য অন্বেষণ করিয়া থাকেন কি? ঐ আরোগ্যনীতি যখন প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট আরোগ্য পথ, তখন যদি আপনারা ঐ পথ অবলম্বন না করিয়া অন্য পথে তথাকথিত আরোগ্য বা আরোগ্যের একটি ভান মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হন, তবে একথা সত্য যে, **আপনারা প্রকৃতির বিরোধী পথে উহার অন্বেষণ করেন, সুতরাং প্রকৃত আরোগ্য কদাচই প্রাপ্ত হন না**। কেবল তাহাই নয়, প্রকৃতির বিরোধী পথে চলিবার ফলে আরও নানা জটিলতার আবির্ভাব হয়, এক কথায় নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন নিজেরাই করিয়া থাকেন।

এই আরোগ্যতত্ত্বটি একটি অভ্রান্ত সত্য, আপনারা আরোগ্যকামী হইলে আপনাদিগকে এই পথে চলিতেই হইবে, কোনও গত্যন্তর নাই। আপনারা একথা, এই অভ্রান্ত সত্যটিকে নিজ নিজ ঘরের দেওয়ালে, চৌকাঠের উপর, রাস্তার মোড়ে, এমন কি প্রত্যেক হাটে বাজারে পর্যন্ত লিখিয়া রাখিতে যত্নবান হইবেন,- নিজ নিজ হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিবেন।

অতঃপর আমরা সাধারণত কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া আরোগ্য অন্বেষণ করিয়া থাকি এবং কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহাই সামান্যতঃ আলোচনা করিতে হইবে। এক ব্যক্তির উদরাময় হইল, নিত্য ৪/৫ বার করিয়া তরল মলভেদ হইতেছে, প্রাতঃকালে ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৮/৯ পর্য্যন্ত মলভেদ হয়, তাহার পর স্নানাহার করিলে, বন্ধ হইয়া যায়। মলের পরিমাণ প্রতিবার খুবই প্রচুর, মলের অতিশয় দুর্গন্ধ, বর্ণ সাদাটে ময়লা। রোগীর ক্ষুধা নাই, মধ্যেমধ্যে "গা বমি বমি" হয়; রোগীর চক্ষুতে, মুখে, হাতে এবং পায়ে জ্বালা বোধ আছে, এজন্য ঠাণ্ডাতে থাকাই তাহার একান্ত অভিলাষ। ঐ ব্যক্তি কোনও হোমিওপ্যাথি ব্যতীত অন্য পথের

চিকিৎসকের নিকট উপনীত হইলে, চিকিৎসক **মলভেদটি বন্ধ করিবার জন্য** ঔষধ দিবেন, অর্থাৎ তাঁহার ঔষধের ক্রিয়া **মলনিঃসরণটি** রোধ করা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এক্ষণে, যদি কোনও হোমিওপ্যাথির নিকটে রোগী চিকিৎসাপ্রার্থী হয়, অর্থাৎ যে চিকিৎসক, প্রকৃতির পথে "সমঃ সমং শময়তি" নীতি অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, এরূপ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হয়, তবে এই চিকিৎসক ঔষধ দিবেন যাহার ক্রিয়ায় **মলনিঃসরণ হইবেই,** অর্থাৎ উহা সমলক্ষণে ক্রিয়া করিবে; কেবল উহা তাহাই নয়, এরূপ ঔষধ তিনি দিবেন, যাহার ক্রিয়ায়, - ঐ সময়ে, ঐ প্রকার গন্ধ বর্ণাদিযুক্ত মলনিঃসরণ হইয়া থাকে এবং রোগীর উপরোক্ত প্রকারের জ্বালাদি অস্বাভাবিক অনুভূতিগুলিও হইয়া থাকে। অর্থাৎ সর্ব্বোতোভাবে সমলক্ষণ মিল করিয়া, ৫০০/৭০০ ঔষধের মধ্যে পডোফাইলাম নামক ঔষধটি প্রয়োগ করিবেন। প্রকৃতি মলনিঃসরণ করাইতেছেন, ঔষধের ক্রিয়াও তাহাই, অর্থাৎ সকল প্রকারে সমলক্ষণযুক্ত ঔষধের দ্বারা মলনিঃসরণ করান, —এবং ইহার ফল দ্রুত আরোগ্য। প্রকৃতির বিরোধী পথে, মলরোধক ঔষধের সাহায্য গ্রহণে অল্প সময়ের জন্য অবশ্য মলটি রোধ হইবে, পরন্তু তাহার পর দুষ্ট লক্ষনযুক্ত উদরাময় দেখা দিবে অথবা মলরোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর শোথাদি দুষ্ট লক্ষণ সকল দেখা দিয়া ক্ষেত্রটিকে জটিল করিবে, ইহা আপনারা নিত্যই দেখিতেছেন।

আবার মনে করুন, আপনার জ্বর হইয়াছে, নিত্য বেলা ৯/১০ টায় শীত করিয়া পিপাসা ও শিরঃপীড়া সহযোগে জ্বর আসিতে থাকে, ক্রমে পিপাসা ও শিরঃপীড়া বাড়িয়া উঠে, শেষে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ত্যাগ হয়। প্রকৃতির বিরোধী পথের চিকিৎসক আসিয়া কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া জ্বরটিকে জোর করিয়া চাপা দিলেন। তাহার ফলে, হয়ত জ্বরটি ২/৪/৫ দিন বন্ধ থাকিবে, কিন্তু তাহার পর প্রতিক্রিয়া জন্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বেগে পুনরায় আসিবে, নতুবা উহা রুদ্ধ হইয়া শরীরস্থ যন্ত্রাদির বিবর্দ্ধন, শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য, কৃশতা ইত্যাদি লক্ষণ আনিয়া অবস্থাটি জটিল করিবে। যে চিকিৎসক প্রকৃতির নীতি অবলম্বন করিয়া এই রোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি এরূপ ঔষধ নির্ব্বাচন করেন, যাহা সুস্থ দেহে কেহ সেবন করিলে ঠিক ঐ সকল লক্ষণযুক্ত জ্বরের আবির্ভাব হয় এবং এই প্রকার ঔষধের প্রয়োগে রোগী আরোগ্য হইয়া উঠে।

প্রকৃতির বিরোধী পথ অবলম্বন করিলে অর্থাৎ জোর করিয়া চাপা দিলে কি ঘোরতর অনিষ্ট হয় তাহার সামান্য আভাস অনেক সময় মল ও মূত্রের বেগ ধারণের পর পাওয়া যায়। অতিশয় কার্য্যের ব্যস্ততার জন্য যদি যথাসময়ে অর্থাৎ মলবেগ হইবামাত্রই মলত্যাগ করা না হয় অর্থাৎ জোর করিয়া মলবেগটি রোধ করা হয়, তবে তাহার পর কি প্রকার অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব হয় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পীড়ার সময় যাবতীয় কষ্ট ও লক্ষণকে জোর করিয়া চাপা দিলে যে ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা সামান্য মলবেগ চাপনে যে অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইতেই বুঝিবার সুবিধা হয়।

আমরা এতই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছি যে, নিত্য ব্যাপার সকল দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না। হাম, মিলমিলে বা বসন্তাদি উদ্ভেদ পীড়ায় আমরা নিত্যই দেখিতে পাই যে, উদ্ভেদগুলি বাহির হইলেই রোগীর অবস্থা সর্ব্বাংশেই উন্নতির দিকে যায় এবং বিপরীত পক্ষে জোলাপাদির ব্যবহারের ফলে বা অন্য কোনও কারণে উদ্ভেদগুলি বাহির হইতে না পারিলে অথবা বাহির হইবার পর "ডুবি খাইলে" বা "লাট খাইয়া গেলে", রোগীর কি ভয়ানক অবস্থা হয়, এমন কি, ঐগুলিকে পুনরায় বাহির করিতে না পারিলে, অনেক ক্ষেত্রে জীবন সংশয় হইয়া উঠে। ইহা আমরা প্রায় নিত্য দেখিয়াও এলোপ্যাথির মোহে, এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে, শরীরে কোনও চর্মপীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ কোনও প্রকার বাহ্যমলম লাগাইয়া ঐ পীড়াটিকে অন্তপ্রবিষ্ট করিয়া ফেলিতে আদৌ দ্বিধাবোধ করি না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কুফল পাই না, **কেননা তরুণের ন্যায় পুরাতন পীড়ার গতি দ্রুত নয়**, এজন্য কুফলটি আসিতে সামান্য দিন বিলম্ব হয়, এই পর্যন্ত। অথচ প্রাকৃতিক নীতি অবলম্বন করা যে বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে চাই না। কত শত রোগীর অতি ভয়াবহ অবস্থাযুক্ত পীড়ায় সমলক্ষণ তত্ত্বে ঔষধ দেওয়ার পর লুপ্ত **চর্মপীড়া পুনঃপ্রকাশিত হয়** ও উক্ত নীতির সত্যতা ঘোষণা করে, ইহা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে **প্রকৃতির বিপরীত পথে অর্থাৎ চাপা দেওয়া চিকিৎসাতেই আমাদের নূতন নূতন পীড়াগমনের এবং নানা জটিলতাবির্ভাবের প্রধান কারণ**। আজকাল জ্বর হইলে লোকে দুই একদিন উপবাস দিতেও নারাজ এবং প্রকৃতি পথে